সে ঠাকুর ডেকে বলে সব ভক্ত ঠাঁই।
"যে ছিল আমাতে বাপু সে আমাতে নাই।।
এত দিন যার ধনে ছিনু অধিকারী।
যার ধন সেই নিলে কি করিতে পারি?
তবে যদি ভক্তি করি পার গো ডাকিতে।
মুক্তি পা'বে যার যার ভক্তির গুণেতে।।
যে মানুষ মম দেহে আবির্ভূত ছিল।
ওই যে সে মানুষ মানুষে মিশে গেল"।।
মানুষ মানুষ সঙ্গে মিশে গেল আজ।
গেল রবি কহে ভাবি কবি রসরাজ।।

ঐশী শক্তির উন্মেষ ও মৃত গরুর জীবন দান

'ব্রজা পাগ্‌লা ব্রজা পাগ্‌লা' বলে' হল খ্যাতি।
হরিদাস হ'য়েছে সে ব্রজ পাগ্‌লার সাথী।।
সংসারী সংসারে কাজ কিছুই করে না।
কোথাও বসিলে আর উঠিতে চাহে না।।
ব্রজনাথ বিশ্বনাথ নাটু হরিচাঁদ।
কয়জনে পাতিয়াছে পীরিতের ফাঁদ।।
কভু বৃক্ষশাখামূলে কভু বৃক্ষমূলে।
কভু গোচারণ মাঠে কভু ভূমিতলে।।
বসিয়া থাকেন কয় প্রভু একত্তর।
কোন কোন দিন গিয়া খায় কা'র ঘর।।
কেহ কেহ ডেকে লয় সেবার জন্যেতে।
বিশা'র জননী দেন প্রায় সময় খেতে।।
বেশী থাকে বিশাই'র মাতার কাছেতে।
মনে হ'লে কোন কাজ করে তৎক্ষণাতে।।
তিনজনে কভু যদি কোন কাজ ধরে।
দশ কৃষাণের কাজ করে দিতে পারে।।
কোন দিন কার্য্য নাহি করে দিন ভরি।
বেশী কাজ করে যদি দণ্ড দুই চারি।।
তাহাতে যে কার্য্য করে হেন জ্ঞান হয়।
দশ দিনের কর্ম করে মুহূর্ত সময়।।
বিশ্বনাথ বাড়ী কভু নাটুদের বাড়ী।
কোন দিন কার্য্য প্রভু করে নিজ বাড়ী।।
অধিকাংশ কাজ করে বিশেদের বাড়ী।
অল্প অল্প কাজ করে নাটুদের বাড়ী।।
মধ্যমাংশ কাজ প্রভু করে নিজালয়।
হয় করে নয় কভু হরিগুণ গায়।।
কোন দিন ভরি প্রভু ঘুড়ী উড়াইত।
নির্মিয়া মানুষ ঘুড়ি উড়াইয়া দিত।।
প্রভু বলে "ওরে বিশে! দেখ্ তোরা চেয়ে!
এইভাবে গুণধরি দিয়াছি উড়ায়ে"।।
ব্রজনাথ বিশে আর নাটুয়া পাগল।
তাহা দেখি আনন্দে বলিত হরিবোল।।
একদিন তিনজন প্রেমানন্দ ভরে।
পতিত ভূমিতে ব'সে বাটীর উত্তরে।।
ঠাকুরের নিজের পালের শ্রেষ্ঠ গরু।
ব্যাধি হ'য়ে হইয়াছে মরিবার শুরু।।
ক্রমেই বাড়িল ব্যাধি গরু লালাইয়া।
নাসারন্ধ্রে শ্লেষ্মা উঠে গিয়াছে পড়িয়া।।
নোয়া-কর্ত্তা সেজে-কর্ত্তা গরুর নিকটে।
গরু লয়ে পড়েছেন বিষম সঙ্কটে।।
বড়-কর্ত্তা ছোট-কর্ত্তা কহে উভয়েরে।
'কেন বসিয়াছ মরা গরু কোলে করে?
পেট ফুলে উঠিয়াছে পা হ'য়েছে টান
দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে উল্টার নয়ন।।
বাঁচিবে না ঐ গরু প্রায় মরে গেছে।
উঠে এস থাক কেন বলদের কাছে'।।
এত শুনি উঠে এল নিরানন্দ চিত্ত।
হেনকালে কয় প্রভু এসে উপস্থিত।।
বসিয়াছে তিন প্রভু দিবা অবশেষ।
বড় কর্ত্তা কৃষ্ণদাস রাগে করে দ্বেষ।।